দানিয়েল গ্রন্থ - সংখ্যা একশো আটত্রিশ

দানিয়েল ১১-এর উন্মোচন: ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যাত্রা

Jeff Pippenger

2024-03-15

দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদ, ঈশ্বরের বাক্যের অন্যতম গভীরতম পদ। সেখানে উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসসমূহ ইজেকিয়েলের দর্শনের চাকার ভিতর চাকা একত্রিত হয়। ১৭৯৮ সালে মিলারের আন্দোলনের সমাপ্তির সময় এবং ১৯৮৯ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের সমাপ্তির সময়ের সঙ্গে, শেষ দিনের ঈশ্বরের জনগণের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ইতিহাস চিত্রিত হয়। এই পদের মধ্যে আছে আসন্ন বিচারের ঘোষণা, যা ১৭৯৮ সালে প্রথম স্বর্গদূতের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছিল, এবং একচল্লিশতম পদের রবিবারের আইন পর্যন্ত বিস্তৃত। অতএব এই পদটি ঈশ্বরের মণ্ডলীর তদন্তমূলক বিচারকে উপস্থাপন করে, যা মৃতদের দিয়ে শুরু হয়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণ পর্যন্ত অগ্রসর হয়, এবং ঈশ্বর লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদকে তাঁর মুখ থেকে উগরে দেন।

পোপতন্ত্র ১৭৯৮ সালে যে মারাত্মক ক্ষত পেয়েছিল, সেই সময় থেকে শুরু করে পদ একচল্লিশে সেই মারাত্মক ক্ষত সুস্থ হওয়া পর্যন্তের ইতিহাসটি এই পদগুলোর ইতিহাসে উপস্থাপিত হয়েছে। পদ একচল্লিশ থেকে পরবর্তী অংশটি ঈশ্বরের ক্রমবর্ধমান কার্যকর বিচারসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত, যা ওই পদেই শুরু হয়। এই ভাববাণীমূলক অর্থে, পদ চল্লিশ দানিয়েলের এগারো নম্বর অধ্যায়ের শেষ, আর ওই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পদই সূচনা। অধ্যায় এগারো খ্রিস্টবিরোধীর বিদ্রোহ উপস্থাপন করে, অধ্যায় দশ হিদ্দেকেল নদীর দর্শনের সূচনা উপস্থাপন করে, আর অধ্যায় বারো তার সমাপ্তি উপস্থাপন করে। অধ্যায় দশ ও বারো প্রথম ও শেষকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর অধ্যায় এগারো মাঝখানের বিদ্রোহ।

অধ্যায় দশ ও বারো একই, কারণ অধ্যায় এগারোর মতো নয়, তারা দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত দানিয়েলের অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করে, আর অধ্যায় এগারো হলো সেই দর্শন। অধ্যায় দশ হলো হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর, অধ্যায় এগারো হলো হিব্রু বর্ণমালার ত্রয়োদশ বিদ্রোহী অক্ষর, এবং অধ্যায় বারো হলো বর্ণমালার শেষ অক্ষর। হিদ্দেকেল নদীর দর্শনই "সত্য"।

অধ্যায় এগারোতে শুরুটি শেষকে চিত্রিত করে, কারণ খ্রিস্ট কখনও পরিবর্তন হন না। চল্লিশ নম্বর পদে উপস্থাপিত চূড়ান্ত ইতিহাসটি হলো পশুর মূর্তির পরীক্ষাকাল। সেই পরীক্ষাকালটি শেষ হয় পশুর চিহ্ন দিয়ে, যা একচল্লিশ নম্বর পদে উপস্থাপিত হয়েছে। অতএব, এক ও দুই নম্বর পদ অবশ্যই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলকরণের সময়ের কথা বলে, কারণ সেই সময়কালটিও পশুর মূর্তি গঠনের সময়কাল।

> প্রভু আমাকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়ার আগে পশুর মূর্তি গঠিত হবে; কারণ এটি ঈশ্বরের লোকদের জন্য মহাপরীক্ষা হবে, যার মাধ্যমে তাদের শাশ্বত নিয়তি নির্ধারিত হবে...
>
> "এটাই সেই পরীক্ষা যা ঈশ্বরের লোকদের সীলমোহরপ্রাপ্ত হওয়ার আগে অবশ্যই দিতে হবে।" Manuscript Releases, খণ্ড ১৫, ১৫।

শেষে সময়কে শনাক্ত করার জন্য সর্বদা দুটি মাইলফলক থাকে। মূসার সংস্কার আন্দোলনে সেগুলো ছিল হারুনের জন্ম এবং তিন বছর পরে মূসার জন্ম। বাবিলন থেকে বেরিয়ে এসে মন্দির পুনর্নির্মাণের সংস্কার আন্দোলনে সেগুলো ছিল রাজা দারিয়াস, তারপর রাজা কোরেশ। খ্রিস্টের সংস্কার আন্দোলনে সেগুলো ছিল বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্ম, এবং ছয় মাস পরে খ্রিস্টের জন্ম। মিলারাইটদের সংস্কার আন্দোলনে সেগুলো ছিল ১৭৯৮ সালে পোপতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৃত্যু, এবং ১৭৯৯ সালে পোপের মৃত্যু। তৃতীয় স্বর্গদূতের সংস্কার আন্দোলনে সেগুলো ছিল প্রেসিডেন্ট রেগান এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট বুশ, যারা উভয়েই ১৯৮৯-কে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দানিয়েলের বইয়ের দশম অধ্যায়ের প্রথম পদে রাজা কোরেশের পরিচয় পাওয়া যায়।

> পারস্যের রাজা কোরেশের তৃতীয় বৎসরে দানিয়েলের প্রতি—যাঁহার নাম বেল্তশৎসর বলা হইত—একটি বিষয় প্রকাশিত হইল; এবং সেই বিষয় সত্য ছিল, কিন্তু নির্ধারিত সময় দীর্ঘ ছিল; আর তিনি সেই বিষয় বুঝিয়াছিলেন, এবং দর্শনের অর্থ অনুধাবন করিয়াছিলেন। দানিয়েল ১০:১।

দশম অধ্যায়ের পরবর্তী পদগুলোতে, আমরা দেখি যে একাদশ অধ্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের দর্শন উদ্ঘাটন করতে গ্যাব্রিয়েলের আগমনের আগে থেকেই দানিয়েলের অভিজ্ঞতা আগাম উপস্থাপিত হয়েছে। কোরেশ শেষে সময়কে চিহ্নিত করেন, কারণ এর আগে দারিয়ুসের ভাতিজা কোরেশ দারিয়ুসের সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিই বেলশজ্জরকে হত্যা করেছিলেন; ফলে সত্তর বছরের বন্দীদশার অবসান চিহ্নিত হয়। যা ছিল ৫৩৮ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক বাবিলনে আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলের ১২৬০ বছরের বন্দীদশার পূর্বচিত্র।

> "অবিরাম নির্যাতনের এই দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীতে ঈশ্বরের মণ্ডলী যেমন সত্যই বন্দিত্বে ছিল, তেমনি নির্বাসনের সময় ইস্রায়েলের সন্তানরা বাবিলে বন্দী ছিল।" ভবিষ্যদ্বক্তা ও রাজারা, ৭১৪।

১৭৯৮ সালে এক হাজার দুইশো ষাট বছরের সমাপ্তি "শেষ কালের সময়"-কে চিহ্নিত করেছিল; তাই সেই ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্তর বছরের সমাপ্তিও "শেষ কালের সময়"-কে চিহ্নিত করেছিল। বেলশাসরের মৃত্যু ও বাবিলের রাজ্যের অবসানে দারিয়ুস ও কোরেশ—উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়, কারণ কাজটি সম্পাদনকারী দারিয়ুসের সেনাপতি হিসেবে কোরেশ দারিয়ুসের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। ১৯৮৯ সালের ২০ জানুয়ারি যখন জর্জ বুশ সিনিয়র শপথ গ্রহণ করেন, ১৯৮৯ সালের প্রথম উনিশ দিন রেগানই প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

হিদ্দেকেলের দর্শন শেষে সময়ে, সাইরাসের তৃতীয় বছরে শুরু হয়েছিল। যখন গাব্রিয়েল দানিয়েলের কাছে একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস উন্মোচন করতে শুরু করেন, তিনি প্রথমে দারিয়ুসের প্রথম বছরের উল্লেখ করেন, যাতে স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে দানিয়েলকে যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের দর্শন তিনি উপস্থাপন করতে যাচ্ছিলেন, তা শেষে সময়ের অন্তিম পর্বে, ১৯৮৯ সালে, শুরু হয়; কারণ সব নবীই যে দিনগুলোতে তাঁরা বাস করতেন তার চেয়ে শেষ দিনের বিষয়ে বেশি কথা বলেছেন।

> কিন্তু আমি তোমাকে সেই বিষয় দেখাব, যা সত্যের শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে; এবং এই বিষয়গুলোতে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে এমন কেউ নেই, কেবল তোমাদের রাজপুত্র মিখায়েল। আর আমি, মেদীয় দারিয়ের প্রথম বছরে, আমিই তাকে দৃঢ় করতে ও শক্তিশালী করতে দাঁড়িয়েছিলাম। দানিয়েল ১০:২১; ১১:১।

দারিয়ুসের প্রথম বছরে, যা ১৯৮৯ সালে শেষ সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে, গাব্রিয়েল "দাঁড়ালেন", এর মাধ্যমে চিহ্নিত হলো যে "শেষ সময়ে" একজন স্বর্গদূত আসে। ১৭৯৮ সালে প্রথম স্বর্গদূত এসেছিল, এবং ১৯৮৯ সালে তৃতীয় স্বর্গদূত এল। ২০০১ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তৃতীয় স্বর্গদূতের সিলমোহর দেওয়ার কাজ শুরু হয়নি, কিন্তু ১৯৮৯ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের যে আন্দোলন, তা শেষ সময়ে গাব্রিয়েলের দাঁড়িয়ে থাকা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। গাব্রিয়েল দানিয়েলকে দেখাতে যাচ্ছেন "সত্যের ধর্মগ্রন্থে যা লিখিত আছে", এবং হিদ্দেকেল-এর দর্শন "সত্য"-এর স্বাক্ষর বহন করে, যা গাব্রিয়েল এখন উপস্থাপন করতে চলেছেন।

দশম অধ্যায়ের চতুর্দশ পদে গাব্রিয়েল ইতিমধ্যেই দানিয়েলকে জানিয়েছিলেন যে হিদ্দেকেলের দর্শনে তিনি যা উল্লেখ করছিলেন, তা ছিল "শেষ দিনগুলোতে ঈশ্বরের প্রজাদের কী ঘটবে"।

> এখন আমি এসেছি যাতে তুমি বুঝতে পারো, শেষ কালে তোমার জাতির উপর কী ঘটবে; কারণ এই দর্শনটি বহু দিনের পরের জন্য। দানিয়েল ১০:১৪।

দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদ সেই জ্ঞানকে উপস্থাপন করে, যার সীলমোহর ১৯৮৯ সালে অন্তিম সময়ে খোলা হয়েছিল, এবং যা চিহ্নিত করে "অন্তিম দিনসমূহে" ঈশ্বরের লোকদের ওপর কী "ঘটবে"।

> এবং এখন আমি তোমাকে সত্য কথা প্রকাশ করব। দেখ, পারস্যে আরও তিনজন রাজা উত্থিত হবে; এবং চতুর্থ জন তাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশি ধনী হবে: এবং তার ধনসম্পদের শক্তিতে সে সকলকে গ্রিসের রাজ্যের বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করবে। দানিয়েল ১১:২।

সাইরাস ১৯৮৯ সালের পরের দ্বিতীয় রাজার পূর্বনিদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হন। তিনি মেদো-পারসীয় সাম্রাজ্যের রাজা, যা শেষ দিনের বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন এক রাজ্যকে নির্দেশ করে যা দুটি শিং নিয়ে গঠিত, যা মেদীয় ও পারসীয়দের দ্বারা প্রতীকায়িত। ১৯৮৯ সালে শেষ সময়ে দুটি শিংওয়ালা পৃথিবীর জন্তুর রাজ্যের দ্বিতীয় রাজার পর, আরও তিনজন রাজা (ক্লিনটন, শেষজন বুশ, ওবামা) হবেন, এবং তারপর তাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশি ধনী এক রাজা হবে। বুশ প্রথমের পরবর্তী সেই তিন রাজা তাদের প্রেসিডেন্সির পর ধনী হয়েছিলেন, এবং কেবলমাত্র তারা রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন বলেই। ট্রাম্প, চতুর্থজন যিনি অনেক বেশি ধনী ছিলেন এবং এযাবৎকালের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার কারণে অর্থ উপার্জন করেননি; বরং রাষ্ট্রপতির জন্য প্রার্থী হওয়ার অনেক আগেই মূলত রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগের কাজে তার অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

তুলনামূলকভাবে বললে, একসময় আমেরিকার ইতিহাসে সর্বাধিক ধনী প্রেসিডেন্ট ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগে, আমেরিকার ইতিহাসে সর্বাধিক ধনী প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন, এবং তিনি ট্রাম্পের মতোই রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ওয়াশিংটন এবং ট্রাম্প—উভয়েই অপ্রথাগত রাজনৈতিক পটভূমি থেকে প্রেসিডেন্ট পদে এসেছিলেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে ওয়াশিংটন মূলত ছিলেন একজন সামরিক নেতা, আর ট্রাম্প ছিলেন একজন ব্যবসায়ী ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব; ওয়াশিংটনের মতোই তার পূর্বে কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না।

উভয় প্রেসিডেন্টেই তাদের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের শৈলীর জন্য পরিচিত ছিলেন, যদিও তারা এই গুণাবলি একেবারেই ভিন্নভাবে প্রকাশ করেছিলেন। বিপ্লবী যুদ্ধ ও প্রজাতন্ত্রের শুরুর বছরগুলোতে ওয়াশিংটন তার স্থিতধী, শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী নেতৃত্ব এবং ঐক্যবদ্ধকারী উপস্থিতির জন্য পরিচিত ছিলেন, আর ট্রাম্প নেতৃত্ব ও শাসনে তার আত্মপ্রত্যয়ী পন্থার জন্য পরিচিত। ওয়াশিংটন ও ট্রাম্প উভয়েই উল্লেখযোগ্য বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলেন, যদিও কারণগুলো ছিল একেবারেই ভিন্ন। ব্যাপকভাবে শ্রদ্ধেয় হলেও, ওয়াশিংটন তার সময়ে নানা বিষয়ে সমালোচিত হয়েছিলেন, যার মধ্যে দাসপ্রথা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল। ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতিত্ব বহু বিতর্কে চিহ্নিত ছিল, যার মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে "অপমানজনক টুইট" করা, তার আমেরিকা-প্রথম নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ, এবং তার আত্ম-সচেতনতা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সবচেয়ে ধনী এবং ষষ্ঠ প্রেসিডেন্টের বৈশ্বিকতাবাদী ড্রাগন শক্তিগুলিকে উস্কে দেওয়ার কথা ছিল। যখন আমরা অধ্যায় এগারোর দ্বিতীয় পদের ইতিহাসকে ১৭৭৬, ১৭৮৯ এবং ১৭৯৮-এর সময়কালের ইতিহাসের উপর আরোপ করি, তখন আমরা পৃথিবীর পশুর শেষ প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে আরও তথ্য পাই, কারণ যিশু শুরু দিয়ে শেষকে চিত্রিত করেন। ১৭৭৬ এবং ১৭৮৯ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা প্রথম দুটি সময়কাল দুটি সাক্ষ্য দেয় যে চূড়ান্ত প্রেসিডেন্ট অষ্টম প্রেসিডেন্ট হবেন, যিনি সাতজনেরই একজন ছিলেন। রিগানের পর ট্রাম্প ছিলেন ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট, এবং অষ্টম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি 'সাতজনের একজন' হবেন। চূড়ান্ত, অর্থাৎ অষ্টম প্রেসিডেন্ট, শাসন করবেন, যখন যুক্তরাষ্ট্র পশুর 'উদ্দেশে এবং তারই' প্রতিমা গঠন করবে।

যুক্তরাষ্ট্র যখন পশুর প্রতিমূর্তি গঠন করে, তখন যে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় থাকবেন, তিনি অবশ্যই অষ্টম হবেন—যিনি আবার সাতেরই একজন—যেমন Peyton Randolph এবং John Hancock সাক্ষ্য দিয়েছেন। পোপতন্ত্র হলো সেই অষ্টম মাথা, যা সাতটিরই একটি ছিল, এবং এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মরণাত্মক ক্ষত পেয়েছিল। পোপতন্ত্রের প্রতিমূর্তি হতে হলে, সাতেরই একজন সেই অষ্টম প্রেসিডেন্টেরও ভবিষ্যদ্বাণীমতে 'আহত' বা 'হত্যা' হওয়ার একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিচয় থাকতে হবে।

পোপতন্ত্র একটি ড্রাগনের শক্তি (ফ্রান্স) থেকে তার মরণঘাতী ক্ষত পেয়েছিল—সেই ড্রাগনের শক্তি, যার বিরুদ্ধে পোপতন্ত্র লড়াই করে আসছিল সেই সময় থেকে, যখন পৌল চিহ্নিত করেছিলেন যে ‘অধর্মের রহস্য’ (পাপের মানুষ) তখনই কাজ করছিল। পৌত্তলিকতার ড্রাগন পোপতন্ত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে রোধ করছিল; কিন্তু ৫৩৮ সালে তা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়।

পোপতন্ত্রের সূচনা থেকে তার চূড়ান্ত পতন পর্যন্ত, এটি ড্রাগন ক্ষমতাসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। পোপতন্ত্রের একটি প্রতিমূর্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন যে সেই প্রতিমূর্তিও একটি ড্রাগন ক্ষমতার সঙ্গে লড়াই করবে। প্রকাশিত বাক্য ১৭ অধ্যায়ে পোপতন্ত্র, যা অষ্টম শির—তবু সাত শিরেরই অন্তর্ভুক্ত—অবশেষে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তার মাংস দশ রাজা খেয়ে ফেলে। উভয় মৃত্যুতেই (১৭৯৮ ও অন্তিম দিনে), পোপীয় পশুকে একটি ড্রাগন ক্ষমতা দ্বারা হত্যা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পশুর একটি প্রতিমূর্তি গড়ে তুলতে হলে, অষ্টম প্রেসিডেন্টকেও এমন একটি ড্রাগন ক্ষমতার হাতে নিহত হতে হবে যার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ চলছিল; এবং ১৯৮৯ সালে শেষ সময়ের পরবর্তী ষষ্ঠ রাজাই হলেন সেই রাজা, যিনি সব ড্রাগন ক্ষমতাকে উসকে দিয়েছিলেন।

রোনাল্ড রেগান ছিলেন ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্ট, কিন্তু জর্জ বুশ সিনিয়র ছিলেন একজন খাঁটি বৈশ্বিকতাবাদী। তার বিখ্যাত উক্তিগুলোর একটি হলো, ১৮ আগস্ট, ১৯৮৮-তে তিনি মিথ্যা বলে বলেছিলেন, "আর আমি-ই সেই ব্যক্তি যিনি কর বাড়াব না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এখন বলছেন, শেষ অবলম্বন হিসেবে, বা তৃতীয় অবলম্বন হিসেবে, তিনি কর বাড়াবেন। কিন্তু কোনো রাজনীতিক যখন এভাবে কথা বলেন, আপনি জানেন, সেটাই সেই অবলম্বন যেখানে তিনি আশ্রয় নেবেন। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কর বাড়ানোকে নাকচ করবেন না। কিন্তু আমি করব। আর কংগ্রেস আমাকে কর বাড়াতে চাপ দেবে এবং আমি বলব, 'না'। আর তারা চাপ দেবে, আর আমি বলব 'না', আর তারা আবার চাপ দেবে, এবং তাদের আমি যা বলতে পারি তা হলো: আমার ঠোঁট পড়ুন: নতুন কোনো কর নয়।"

ওই প্রকাশ্য মিথ্যাটিকে বাদ দিলে, যা ড্রাগন শক্তির একজন প্রতিনিধির বৈশিষ্ট্য, তার সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তিটি ১৯৯০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে উচ্চারিত হয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন, "এখন, আমরা একটি নতুন বিশ্বকে দৃষ্টিতে আসতে দেখছি। এমন এক বিশ্ব, যেখানে নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার একেবারে বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। উইনস্টন চার্চিলের ভাষায়, এমন এক 'বিশ্বব্যবস্থা' যেখানে 'ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার নীতিসমূহ ... সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলদের রক্ষা করে ...' এমন এক বিশ্ব, যেখানে শীতল যুদ্ধের অচলাবস্থা থেকে মুক্ত জাতিসংঘ তার প্রতিষ্ঠাতাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি পূরণে প্রস্তুত।" বুশ সিনিয়র ছিলেন একজন বৈশ্বিকতাবাদী, যদিও তিনি নিজেকে রিপাবলিকান হিসেবে পরিচয় দিতেন।

বিল ক্লিনটনই প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি লিঙ্কন মেমোরিয়ালে তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন; এর অর্থ, তিনি লিঙ্কনের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের ওবেলিস্কটির দিকে মুখ করেছিলেন—একটি ওবেলিস্ক যার অভ্যন্তরভাগ ফ্রিম্যাসনারির প্রতীকে পরিপূর্ণ। সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের মিথ্যা শপথ নিতে নিতে তিনি যে দিকে মুখ ফেরালেন—ওই ওবেলিস্ক এবং ফ্রিম্যাসনারির প্রতীকসমূহ—তা শুধু এটাই বোঝায়নি যে তিনি দাসপ্রথাবিরোধী প্রতীক লিঙ্কন মেমোরিয়ালের প্রতি পিঠ দেখিয়েছিলেন; বরং ক্লিনটনের নির্বাচিত ঐতিহাসিক অবস্থানটি মিলে যায় তাঁর গ্রহণ-বক্তৃতার সঙ্গে, যেখানে তিনি যে জেসুইট বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন, সেখানে যার অধীনে পড়েছিলেন—এমন এক অধ্যাপকের প্রশংসা করেছিলেন।

সেই অধ্যাপক, ক্যারল কুইগলি, ‘Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time’ নামে একটি বই লিখেছিলেন, যা ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়, এবং যা সঠিকভাবে ও ব্যাপকভাবে ‘গ্লোবালিস্ট ধারণার বাইবেল’ হিসেবে বোঝা হয়। যেমন কোরআন ইসলামের জন্য, এবং যেমন অ্যালবার্ট পাইক রচিত ও ১৮৭১ সালে প্রকাশিত ‘Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry’ ফ্রিম্যাসনরির গূঢ় শিক্ষার সবচেয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচিত হয়; অথবা যেমন ‘The Book of Mormon’ ল্যাটার-ডে সেইন্টসদের জন্য, তেমনই কুইগলির বইটি গ্লোবালিস্ট দর্শনের বাইবেল। ক্লিনটন যদি কোরআনের মুহাম্মদকে প্রশংসা করতেন, বা যদি তিনি ‘The Book of Mormon’-এর জোসেফ স্মিথকে প্রশংসা করতেন, তাহলে অধিকাংশেরই জানা থাকত, এবং কেউ কেউ জানতেন অ্যালবার্ট পাইক কে ছিলেন; কিন্তু অল্প লোকই জানত যে ক্লিনটনের কুইগলির প্রশংসা তার নিজের গ্লোবালিস্ট এজেন্ডার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রতিনিধিত্ব করা নীতিসমূহ প্রত্যাখ্যানের সঙ্গেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

বক্তৃতায় ক্লিনটন বলেন: “কিশোর বয়সে আমি জন কেনেডির নাগরিক দায়িত্বের আহ্বান শুনেছিলাম। এরপর জর্জটাউনে পড়ার সময়, ক্যারোল কুইগলি নামের এক অধ্যাপক সেই আহ্বানটিকে আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছিলেন; তিনি আমাদের বলেছিলেন যে আমেরিকা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ জাতি, কারণ আমাদের মানুষ সবসময় দুটি বিষয়ে বিশ্বাস করেছে: আগামীকাল আজকের চেয়ে ভালো হতে পারে, এবং তা বাস্তব করতে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে।” ক্যারোল কুইগলির ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ করার ধারণা ছিল, যুক্তরাষ্ট্রকে তার জাতীয় সার্বভৌমত্ব জাতিসংঘের কাছে সমর্পণ করা। ক্লিনটন ছিলেন একজন ডেমোক্র্যাট, গ্লোবালিস্ট, ড্রাগনের প্রতিনিধি।

"যেমন বাবা, তেমন ছেলে", জর্জ বুশ শেষজন ছিলেন একজন গ্লোবালিস্ট, এবং যেমন ছিলেন তাঁর বাবা—একজন গ্লোবালিস্ট, যিনি নিজেকে রিপাবলিকান বলে দাবি করতেন। আপেল গাছ থেকে খুব দূরে পড়ে না। বাইবেল একটি আলঙ্কারিক প্রশ্ন তোলে, "তারা একমত না হলে কি দুইজন একসাথে চলতে পারে?" বুশ শেষজন বিল ও হিলারি ক্লিনটনের সাথে মিলিতভাবে যে বহু উদ্যোগ সম্পন্ন করেছেন, সেগুলো শুধু অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে বুশ শেষজন কার সঙ্গে একমত ছিলেন।

বারাক হুসেইন ওবামা রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অল্প আগে এক নির্বাচনী সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্রকে মূলগতভাবে রূপান্তর করার বিষয়ে একটি বক্তব্য দেন। ২০০৮ সালের ৩০ অক্টোবর মিসৌরির কলাম্বিয়ায় ওবামা বলেছিলেন: "আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মূলগতভাবে রূপান্তর করতে মাত্র পাঁচ দিন দূরে আছি।" এই বক্তব্যটি ওবামার "আশা ও পরিবর্তন" শীর্ষক বৃহত্তর বার্তার অংশ ছিল, যা তাঁর ২০০৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রীয় থিম; এতে দেশের জন্য ভিন্ন দিকনির্দেশনা এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সংস্কারের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারকে জোর দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেশকে যে দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তা হলো গ্লোবালিজমের ড্রাগন-নীতিমালা, শ্বেতবিরোধিতা, গর্ভপাতসমর্থন, কার্বনভিত্তিক জ্বালানির বিরোধিতা, আমেরিকাবিরোধী গ্লোবালিজমপন্থা, বৈচিত্র্য, ন্যায্যতা, অন্তর্ভুক্তি, ক্রিটিক্যাল রেস থিওরির মিথ্যা ইতিহাস—ইত্যাদি। ওবামা শুধু একজন কমিউনিটি সংগঠক ছিলেন না; তিনি ছিলেন এবং এখনও আছেন ড্রাগন শক্তির গ্লোবালিস্ট এজেন্ডার প্রতিনিধি।

তবে ট্রাম্প, একজন সাধারণ আধুনিক রাজনীতিবিদের মতো নন; ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু হওয়া সময়ে অন্য সাতজন প্রেসিডেন্ট মিলিয়েও যত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন, তার চেয়ে তিনি বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, এবং সেই প্রচেষ্টায় তিনি শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই বিদ্যমান গ্লোবালিস্ট ক্ষমতাসীন মহলকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন।

জো বাইডেনের একেবারেই কোনো প্রমাণ নেই যে তিনি আরেকজন বিশ্বায়নবাদী ছাড়া অন্য কিছু।

ক্যাথলিকবাদের পশু ড্রাগন শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করছে, এবং যখন যুক্তরাষ্ট্র পোপতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি গঠন করবে, তখন যে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় থাকবেন, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অনিবার্যতার কারণে ড্রাগন শক্তিগুলোর সঙ্গে সংগ্রামে থাকবেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প ছাড়া জীবিত কোনো প্রেসিডেন্টই ড্রাগন শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না, কারণ ডেমোক্র্যাটরা খোলাখুলিভাবে গ্লোবালিস্ট (ড্রাগন), আর সর্বশেষে জর্জ বুশও তাঁর পিতার মতোই ছিলেন (ঘোষিত রিপাবলিকান, কিন্তু বাস্তবে একজন

গ্লোবালিস্ট ড্রাগন), কারণ যীশু সর্বদা শেষকে প্রথমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখান।

আমরা এই অধ্যয়নটি পরবর্তী প্রবন্ধে অব্যাহত রাখব।

ঈশ্বরের লোকদের জন্য এক মহাসঙ্কট অপেক্ষা করছে। বিশ্বের জন্যও একটি সঙ্কট অপেক্ষা করছে। সমস্ত যুগের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রামটি এখন আমাদের একেবারে সামনে। যে ঘটনাগুলিকে আমরা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যের কর্তৃত্বের ভিত্তিতে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আসন্ন বলে ঘোষণা করে আসছি, সেগুলো এখন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। ইতিমধ্যে বিবেকের স্বাধীনতা সীমিত করার জন্য সংবিধানে সংশোধনী আনার প্রশ্নটি জাতির আইনপ্রণেতাদের কাছে জোর দিয়ে উত্থাপিত হয়েছে। রবিবার পালন বাধ্যতামূলক করার প্রশ্নটি জাতীয় আগ্রহ ও গুরুত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ভালো করেই জানি, এই আন্দোলনের পরিণতি কী হবে। কিন্তু আমরা কি এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত? মানুষের সামনে যে বিপদ রয়েছে, সে বিষয়ে তাদের সতর্কবার্তা দেওয়ার যে দায়িত্ব ঈশ্বর আমাদের ওপর অর্পণ করেছেন, আমরা কি তা বিশ্বস্তভাবে পালন করছি?

রবিবার পালনের বাধ্যবাধকতা আরোপের এই আন্দোলনে জড়িতদের মধ্যেও অনেকে আছেন, যারা এই পদক্ষেপের ফলে কী ঘটবে, তা সম্পর্কে অন্ধ। তারা দেখে না যে তারা সরাসরি ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আঘাত করছে। এমন অনেকেই আছেন, যারা কখনোই বাইবেলের বিশ্রামের দিনের দাবি এবং যে মিথ্যা ভিত্তির উপর রবিবারের প্রথা দাঁড়িয়ে আছে, তা বুঝতে পারেননি। ধর্মীয় আইন প্রণয়নের পক্ষে যে কোনো আন্দোলন আসলে পোপতন্ত্রের কাছে এক ধরনের ছাড়, যা যুগের পর যুগ বিবেকের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবিচলভাবে যুদ্ধ করে এসেছে। রবিবার পালন, তথাকথিত খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে, তার অস্তিত্ব ঋণী 'অধর্মের রহস্য'-এর কাছে; এবং এটির বলবৎকরণ হবে সেই নীতিগুলোর কার্যত স্বীকৃতি, যা রোমান ক্যাথলিকতন্ত্রের একেবারে ভিত্তিপ্রস্তর। যখন আমাদের জাতি তার শাসনব্যবস্থার নীতিসমূহকে এভাবে ত্যাগ করে রবিবারের আইন প্রণয়ন করবে, তখন এই কর্মকাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্টধর্ম পোপতন্ত্রের সঙ্গে হাত মেলাবে; এটি ছাড়া আর কিছুই হবে না সেই স্বৈরতন্ত্রকে জীবনদান করা, যা বহুদিন ধরে আবার সক্রিয় একনায়কতন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে।

ন্যাশনাল রিফর্ম আন্দোলন, ধর্মীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হলে অতীত যুগে প্রচলিত একই অসহিষ্ণুতা ও নির্যাতন প্রকাশ করবে। তখন মানবসমিতিগুলো দেবত্বের বিশেষ অধিকার নিজেদের বলে ধরে নিয়ে, তাদের স্বৈরশাসক ক্ষমতার নিচে বিবেকের স্বাধীনতাকে চূর্ণ করেছিল; আর যারা তাদের আদেশের বিরোধিতা করেছিল, তাদের জন্য কারাবাস, নির্বাসন ও মৃত্যু নেমে এসেছিল। যদি পোপতন্ত্র বা তার নীতিসমূহ আবার আইন করে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে জনপ্রিয় ভ্রান্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে যারা বিবেক ও সত্যকে বলি দেবে না, তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের আগুন আবার প্রজ্বলিত হবে। এই অনিষ্ট বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে।

"যখন ঈশ্বর আমাদের এমন আলো দিয়েছেন যা আমাদের সামনে থাকা বিপদসমূহ প্রকাশ করে, তখন মানুষের সামনে তা উপস্থাপন করার জন্য আমাদের সাধ্যের সবটুকু প্রয়াস করতে যদি আমরা অবহেলা করি, তবে তাঁর দৃষ্টিতে আমরা কীভাবে নির্দোষ থাকতে পারি? কোনো সতর্কতা ছাড়া তাদেরকে এই গুরুতর বিষয়ে মুখোমুখি হতে ছেড়ে দিয়ে আমরা কি সন্তুষ্ট থাকতে পারি?" সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৫, ৭১১, ৭১২।